রামায়ণ

বাল্মীকির রামায়ণ গ্রন্থটি যখন রচিত হয়, তখনকার যুগে গায়ক সম্প্রদায়ের মুখে মুখে প্রচলিত গীত একটি রামায়ণ-গানের কাহিনীকে অবলম্বন করে প্রচলিত ছিল—এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন হোল্টম্যান A History of Indian Literature নামক বইতে। ডঃ উইনটারনিজ এই অভিমত সমর্থন করেছেন। রামায়ণের কুশীলব (নাটকের উপযোগী গীতবাদ্যের শিল্পীমাত্রেই কুশীলব) ভ্রাম্যমান গীতশিল্পী। তারা রামচরিত ও রামগুণগাথা সুর ও তালসহযোগে দেশে দেশে গান করে বেড়াতো। মহাভারতের সূতসঞ্জয় (সূত-মিশ্র জাতি। ব্রাহ্মণ কন্যা ও ক্ষত্রিয় যোদ্ধার ঔরসে জন্ম। এরা সারথির কাজ করতো) সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ডঃ উইনটারনিজের মতে সঞ্জয় ছিলেন একজন সভাগায়ক। তিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে মহাভারত যুদ্ধের আখ্যান গান করে শোনাতেন। ঐ বিচরনশীল গায়ক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে এ-যুগের রাজপুতানার ভাটদের তুলনা করা চলে।

আখ্যান বা গাথা সুর সহযোগে যারা গাইতো তাদের বলা হতো গায়ক অর্থাৎ "Story teller with tune" বা 'Court singer" (আখ্যান-কথক বা সভাগায়ক)। রামায়ণের যুগে তো বটেই, প্রাচীনভারতে বংশানুক্রমে মুখে মুখে গান করার রীতি ছিল। এ-ছাড়া রাজন্যবর্গ, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, গন্ধর্ব ও মুনি-ঋষিরাও বিশেষভাবে সঙ্গীতচর্চা করতেন। রাজ দরবারে চারণদলের সঙ্গীত পরিবেশন করতেই হতো। দেবদাসীরা তো ছিলই, সম্ভ্রান্তবংশীয়া নারীরাও নৃত্যগীতে স্বাধীনভাবে যোগ দিতেন বলে জানা যায়।

Scanned with CamScanner

সূত ও ভাট জাতীয় ও পাণিবাদকেরা (হাততালি দিয়ে যারা গান করতো) সমাজে পতিত ব্রাহ্মণ হিসাবে গণ্য ছিল। অবশ্য তারা রাজাদের কাছ থেকে বৃত্তি পেতো। তাদের কাজ ছিল নৃপতিদের স্তুতিবিধান। তাদের গানে সুর ও তাল থাকতো অটুট। শুধু কুশীলব নয়, রামায়ণ গান সকল শ্রেণীর লোকেরই প্রাত্যহিক সাধনার বস্তু ছিল। অমন যে রাবণ রাজা, তিনিও সামগানের মাধ্যমে শঙ্করের স্তুতি করেছেন।

রামায়ণের যুগে বৈদিক গান বা সামগান সঙ্গীতানুশীলনের সমগ্র ক্ষেত্র জুড়ে না থাকলেও সমাজজীবন থেকে তা অন্তর্হিত হয়নি। সামগ ও যাগবিলাসী ব্রাহ্মণ বা ঋত্বিকদের মধ্যে সামগান সীমাবদ্ধ ছিল। এ-ছাড়া স্তুতিবচন, আশীর্বচন, অভিষেক উৎসব প্রভৃতি পুণ্য অনুষ্ঠানে সামগানের প্রচলন ছিল।

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে আশীর্গান ও গাথা-গান করতেন। রাজাদের গৌরবময় ও পুণ্য চরিত্র বর্ণনামূলক গানও গাথা ও আশীর্গান শ্রেণীভুক্ত ছিল। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে ধ্রুবা গানের প্রসঙ্গে ঋক্, পাণিকা, গাথা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। এই ঋক্, গাথা, পাণিকা প্রভৃতি আভ্যুদায়িক গান অঙ্গযুক্ত সপ্তাঙ্গ হলেই 'ধ্রুবা' নামে অভিহিত হয়। ধ্রুবা গান গান্ধর্বগানেরই অন্তর্ভুক্ত. এই গান্ধর্বই গেয় বা গান। এর সঙ্গে বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গাদির সমাবেশ থাকতো। রামায়ণের যুগে গান্ধর্ব সঙ্গীতের প্রচলন ছিল। এই যুগে গান্ধর্ব হিসাবে জাতিরাগ ও গ্রামরাগ গানের প্রচলন ছিল বলে অনুমিত হয়। জাতিরাগ ও গ্রামরাগগুলি ষড়জাদি সাতটি লৌকিক স্বর, মূর্চ্ছনা, মন্দ্রাদি তিন স্থান' লয় ও বিচিত্র রসে গান করা হতো। বৈদিক গান তথা সামগানের সৃষ্টি যেমন ঋক্ ও প্রথমাদি স্বরের সমবেত মূর্তি থেকে, বৈদিকোত্তর গান্ধর্ব ও মার্গ সংগীতও তেমনি পাঠ্য বা সাহিত্যের সঙ্গে লৌকিক ষড়জাদি স্বরের সমাবেশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

রামায়ণের যুগে গানে মাধুর্যের বা মধুর স্বরের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হতো। সেইসঙ্গে কথার প্রকাশ-ভঙ্গীর দিকেও জোর দেওয়া হতো। গায়ক-বাদকেরা শ্রীসম্পন্ন ও সুবেশিত থাকতো।

অযোধ্যা, কিষ্কিন্ধা ও লঙ্কায় রামায়ণের যুগে সকল ক্ষেত্রেই সঙ্গীতের অনুশীলন ছিল। নিদ্রা থেকে জাগ্রত করার, আরাধনায়, যুদ্ধাভিযানে, উৎসবে, শবানুগমনে, মৃগয়াকালে—সব অনুষ্ঠানেই নৃত্য গীত ও বাদ্যের সমাবেশ থাকতো।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বৈদিকযুগের অনেক রকমের বীণা এই যুগে লোপ পায়। তবে তত, আনদ্ধ, সুষির ও ঘন--এই চাররকমের বাদ্যযন্ত্রই প্রচলিত দেখা যায়।

মহাভারত

রামায়ণে সঙ্গীতের বিকাশ ও রূপের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, মহাভারতে তা অনুপস্থিত। মহাভারতের সমাজেও গান্ধর্বগানের প্রচলন ছিল। গান্ধর্ব 'মার্গ' নামেও প্রচলিত ছিল। 'মার্গ' শব্দটি বৈদিক সামগানের মত মঙ্গলবাচী। শার্ঙ্গদেব বলেছেন যে, এই মার্গিত বা অন্বেষিত তথা চার বেদ থেকে সংগৃহীত গানই 'মার্গ সঙ্গীত'। মহাভারত

Scanned with CamScanner

রচয়িতা গানকে বলেছেন গান্ধর্ব।

মহাভারতের গায়ক নর্তক বাদক, অপ্সরাদের নৃত্যগীত, গাথা গান, শঙ্খ, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, স্তুতি, স্তোম, তাল, লয়, মুর্চ্ছনা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। কিন্তু এগুলির সুনির্দিষ্ট পরিচয় নেই।

একথা ঠিক যে, মহাভারতের যুগে লৌকিক ষড়জাদি সাত স্বরের ব্যবহার ছিল। অশ্বমেধ পর্বেও এর উল্লেখ আছে। মহাভারত রচয়িতা গানকে বলেছেন 'গান্ধর্ব'। তবে তিনি বেশির ভাগ সময় গীত শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। এযুগেও সামগান ছিল। তবে বৈদিক সামগান আর বৈদিকোত্তর যুগের সামগান ঠিক এক নয়। কিন্তু বৈদিক যুগের গান অনুকরণ বা অনুসরণ করেই এই গীতির সৃষ্টি হয়েছিল। মহাভারতের যুগে সাম, স্তুতি স্তোত্র ও গাথা প্রভৃতি গানের যথেষ্ট প্রচলন ছিল।

মহাভারতে আবার 'মঙ্গলগীতির' উল্লেখ আছে। 'মঙ্গলগীতি' বলতে সাধারণভাবে বোঝা যায় কল্যাণ ও আর্শীবাচক গান। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে সম্ভবতঃ এই অর্থের সার্থকতা নিয়েই 'মঙ্গল গান' গাওয়া হতো।

মহাভারতের যুগে গানের সঙ্গে বাদ্যের ও নৃত্যের সমাবেশ থাকতো। আবার গান ছাড়াও বাদ্য ও নৃত্যের অনুশীলন দেখতে পাওয়া যায়। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে সপ্ত-বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ঝর্ঝর, আনক, গোমুখ, আরম্বর, পণব, তুরি, ভেরী, পুষ্কর, ঘণ্টা, গজঘণ্টা, বল্লকী, শিঙ্গির, নূপুর, পটাহ, থারিজ, দুন্দুভি, দেবদুন্দুভি প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারতে 'বাদিত্র' শব্দের দ্বারা তত, সুষির, আনদ্ধ বা বিতত ও ঘন—এই চার রকমের বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে।

কাহিনীর সঙ্গে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের কথা মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বৃহস্পতি পুত্র কচ নৃত্য ও গীত-বাদ্য দ্বারা দেবযানীর মন হরণ করেছিলেন। অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জুন 'বৃহন্নলা' রূপে বিরাট রাজকন্যা উত্তরাকে নৃত্যগীত ও বাদ্য শিক্ষা দিয়েছেন। মহাভারতের যুগে পুরুষদের মত নারীদেরও এমনকি অন্তপুরচারিণীদের পক্ষেও গীত-বাদ্য নিষিদ্ধ ছিলনা।

Scanned with CamScanner